খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 08 ● Bardhaman ● 30 September 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

শারদ শুভেচ্ছা

খবর সোজাসুজি'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও সমালোচক'কে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।ভালো থাকুন,সুস্থ থাকুন।নিজে আনন্দ করুন,অপরকে আনন্দ করার সুযোগ করে দিন।সর্বদাই মনে রাখবেন, আপনার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়।

● "কেউ কারো জমি দখল করবে না,কেউ দালালি খাবে না।মোটর সাইকেল বাহিনী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভয় দেখাবে এসব হবে না", মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

● "২০১২ সালে রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৭৪,৭১৭ টি, ২০২৫ সালে রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল আছে ৪৯,৩৬৮ টি।১৩ বছরে ২৫,৩৪৯ টি স্কুল কমেছে কিন্তু এলাকায় এলাকায় মদের দোকান বেড়েছে !" সমাজ মাধ্যমে বিস্ফোরক নওসাদ সিদ্দিকী।

● মুসলিম মেয়েদের নামের শেষে খাতুন,বিবি,বেগম না লিখে টাইটেল লিখুন।ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডে এ রকম লেখা থাকলে দ্রুত সংশোধন করে নিন।তা না হলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে।

● এখন সব জালিতে ভরে গেছে।ভুয়ো ডাক্তার,ভুয়ো উকিল,ভুয়ো সাংবাদিক,ভুয়ো পুলিশ,ভুয়ো কোর্ট অফিসার! সর্বত্র জালির রমরমা। আসল নকল চেনা দায়।আরও কত কি যে দেখতে হবে কে জানে !

● জাল দলিল দিয়ে জমি রেকর্ডের চেষ্টা,হাতে নাতে ধরে ফেললেন আরআই।অভিযোগ জমা পড়ল থানায়।পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের ঘটনা।

● "ইউপি'র থেকে মমতা ব্যানার্জি'র বাংলার প্রশাসন অনেক ভালো", মন্তব্য করলেন যোগী রাজ্যের এক পুণ্যার্থী।

● বিএলআরও অফিসগুলো এখন ঘুঘুর বাসা।কখন যে আপনার জমি অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যাবে আপনি বুঝতেই পারবেন না ! সবই টাকার মহিমা !

● ধনেখালি,জামালপুর সহ একাধিক ব্লকের অধিকাংশ রাস্তা ঘাটের অবস্থা খুব খারাপ।বাড়ছে দুর্ঘটনা।পুজোর মরশুমে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।

● দুয়ারে সরকারে বার বার আবেদন করেও অনেক জেনারেল কাস্ট ব্যক্তিদের হাতে এখনও এল

(এরপর চারের পাতায়)

রাস্তার ধারে মরণ ফাঁদ,হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের

ইসরাইল মল্লিক - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে গুড়াপ যাবার পথে খানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে,মৌবেশিয়ায় গুড়বাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠিক আগে এবং খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে গাড়লমুড়ি যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু বড় বড় শুকনো মরা গাছ।তার ডাল কবে কার ঘাড়ে ভেঙ্গে পড়বে, কেউ জানে না।মাঝে মধ্যে যে দু'চারখানা ভাঙে না,তা নয়।গাছগুলি অবিলম্বে কাটা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ জন।প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদেরও তাই মত।কিন্তু বছর চলে যায়,গাছ আর কাটা হয় না।প্রশাসনকে বার বার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।শুকনো ডাল ভেঙে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটছে তাদের। কিন্তু হুঁশ নেই কর্তৃপক্ষের।কারো মাথায় ডাল ভেঙে পড়ে বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা

ঘটলে তার দায় কে নেবে ? প্রশাসনের হুঁশ ফিরবে কবে ? পিডব্লুডি(রোডস) এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কি দিবানিদ্রায় মগ্ন ? গাছের শুকনো ডাল ভেঙে কারো মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কি প্রশাসনের টনক নড়বে না ? নেতা মন্ত্রীর জীবনের দাম আছে,সাধারণ মানুষের কি জীবনের দাম নেই ? মরা গাছগুলো কবে কাটা হবে ? কবে হুঁশ ফিরবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে নওসাদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে

ডেপুটেশন দিলেন নওসাদ সিদ্দিকী।সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ করার চক্রান্ত মেনে নেওয়া যাবে না। বৃহস্পতিবার কলকাতায় একথা বলেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে একটি স্মারকলিপি জমা দিতে এসেছিলেন।তবে বুধবার গভীর রাতে তাঁকে ইত্তমেল করে জানানো হয় যে পর্ষদ সভাপতি ডঃ গৌতম পাল

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ,গ্রেফতার ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবারও বড়সড় সাফল্য পেল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের বিকেলে খামারগাছি বানেশ্বরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩২ কেজি

অন্তর্গত বলাগড় থানার পুলিশ।গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গাঁজা উদ্ধার করল বলাগড় থানার

(এরপর চারের পাতায়)

মাতালদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ জনজীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পাড়াতল ২ নং গ্রাম পরিবেশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোহালদহ পুলমাথা থেকে গাড়লমুড়ি

পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোহালদহ পুলমাথা থেকে গাড়লমুড়ি যাবার রাস্তার পাশে সকাল হলেই বসে মদের আসর,অভিযোগ।বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে মদের রেলা।মেয়ে দেখলেই চলে টোন টিটকারি, অভিযোগ।আর মুখে গালাগাল তো লেগেই থাকে।মাতালদের দৌরাত্ম্যের কারণে কানানদীর বাঁধের এই ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দিনের বেলাতেই চলাফেরা করতে ভয় পান মেয়েরা,সন্ধ্যার পর তো আর কথাই নেই।একদম গা ছমছম গেট পর্যন্ত রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বসে মদের আসর। বয়স্কদের পাশাপাশি আশপাশের এলাকা থেকে অল্প বয়সী ছেলেরা এসে ভিড় করে।তাই দিনের বেলাতেও এই রাস্তা দিয়ে যেতে চান না স্কুল পড়ুয়া থেকে আরম্ভ করে বয়স্ক মহিলারা।রাস্তার দুপাশে জায়গায় জায়গায় শুধু পড়ে আছে মদের বোতল আর পলিথিন।মাতালদের দৌরাত্ম বন্ধ করতে এলাকায় বাড়ুক পুলিশি নজরদারি,চাইছেন স্থানীয় মানুষজন।

বালিডাঙা আর পলাশীতে আজও হয় না দুর্গাপুজো !

ইসরাইল মল্লিক - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত পলাশীতে এবং খানপুর এলাকার বালিডাঙা গ্রামে আজও হয় কালী।বালিডাঙার ঘোষাল বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর ধরে বিরাজমান স্বয়ং মা রাঢ়েশ্বরী।কথিত আছে,পীর পুকুরে দুগ্না শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে মা স্বয়ং

বালিডাঙাতে অধিষ্ঠান করছেন মা রাঢ়েশ্বরী।

না দুর্গাপুজো।গ্রামের মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে নেই কোনো তাপ উত্তাপ।পলাশীতে অধিষ্ঠান করছেন মা পতিদুর্গা।গ্রামে অধিষ্ঠিত মা পতিদুর্গার এসেছিলেন বালিডাঙার ঘোষাল বাড়িতে।শুধু দুর্গাপুজো নয়,এই গ্রামে আলাদা করে কালীপুজোও হয় না।এইসব পুজোর সময় প্রথা বা সূচি

পলাশীতে অধিষ্ঠান করছেন মা পতিদুর্গা।

পুজো দিয়েই আনন্দে মাতেন সবাই।আর বালিডাঙা গ্রামে অধিষ্ঠান করছেন মা রাঢ়েশ্বরী,সঙ্গে আছেন কার্তিক,গণেশ,লক্ষী,সরস্বতী এবং মেনে রাঢ়েশ্বরী মায়ের মন্দিরে দুর্গা এবং কালীর পুজো হয়,তবে ঘট বসিয়ে পুজো হয়।এই মন্দিরের জন্য

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 08 ● 30 September, 2025

লক্ষ্মীর ভান্ডার

অনেকেই এখন ভাতা নিয়ে পড়েছেন ।মমতা ব্যানার্জি কেন লক্ষীর ভান্ডার দিচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের ।কেউ কেউ বলছেন,বেকারদের চাকরি নেই, অথচ লক্ষীর ভান্ডারের নামে দানছত্র চলছে। বড্ড জ্বালা ধরেছে অনেকের ।বাড়ির লোকের জন্য দুয়ারে সরকারে লক্ষীর ভান্ডারের ফর্ম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন,আবার চায়ের দোকানে এসে বড় বড় কথা বলছেন ।পারেন বটে ! আপনি কি ভাবছেন আপনার চাকরি না হওয়ার কারণ লক্ষীর ভান্ডার? ভাতার রাজনীতি ? ভুল ভাবছেন ।চাকরির সাথে যারা লক্ষীর ভান্ডারের তুলনা করছেন তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন ।আপনার চাকরির সাথে লক্ষীর ভান্ডারের কি সম্পর্ক আছে ? চাকরির সাথে লক্ষীর ভান্ডারের তুলনা করবেন না ।কারণ চাকরির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে ।আবার যোগ্যতা থাকলেও সবার চাকরি হয় না। অনেক মহিলা আছেন যারা পড়াশোনা করেন নি কিংবা অল্প শিক্ষিত ।অনেকেই দিন মজুরি করে সংসার চালান ।আপনার চাকরি হয় নি বলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধের কথা বলে তাদেরকে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার কথা ভাবছেন কেন ? লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ হলে কি আপনার চাকরি হবে ভাবছেন ? আপনার চাকরি হওয়া না হওয়া লক্ষীর ভান্ডারের ওপর নির্ভর করে না ।আপনার চাকরি হলে কি আপনি পাড়ার কোনো অসহায় মহিলাকে সাহায্য করতেন ? নিশ্চিতভাবে করতেন না ।কারণ চাকরি পাবার পর তো অনেকে নিজের বাবা মাকেও দেখে না ।তারা আবার মাসে মাসে পাড়ার অসহায় মহিলাদের সাহায্য করবেন ! এটা তো কল্পনাই করা যায় না ।হ্যাঁ,ব্যতিক্রম দু'একজন থাকতেই পারে ।সেটা হয়তো হাতে গোনা ।তাছাড়া চাকরি ক'জন পায় ? হাজার জনের মধ্যে হয়তো দু'একজন চাকরির যোগ্য হয়। কিন্তু লক্ষ্মীর ভান্ডার তো সবাই পায়। আপনার কাছে বছরে ১২০০০/১৪৪০০ টাকা কিছু নাও হতে পারে। কিন্তু এমন অনেক গরিব অসহায় পরিবার আছে যাদের কাছে এটা অনেক বড় পাওনা। লক্ষ্মীর ভান্ডার সম্পর্কে বাড়ির/পাড়ার মা বোনেদের জিজ্ঞাসা করুন,আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন ।তাই অযথা সমালোচনা না করে চেষ্টা করুন। মানসিকতা বদলান ।শুধু নিজের কথা না ভেবে সবার কথা ভাবুন ।তাহলেই দেখবেন নেগেটিভের মধ্যেও পজিটিভ কিছু খুঁজে পাবেন। বেকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের জন্য যেমন চাকরিও দরকার, তেমনি গরিব/মধ্যবিত্ত পরিবারের মা বোনেদের জন্য লক্ষীর ভান্ডারও দরকার ।অসহায় মা বোনেদের বেঁচে থাকার রসদ লক্ষ্মীর ভান্ডার ।তাই সব সময় নেগেটিভ কথাবার্তা না বলে পজিটিভ কিছু ভাবুন ।হতে পারে,আপনি হয়তো মমতা ব্যানার্জি'র ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাই বলে ভালো মন্দ বিচার না করে সব সময় সমালোচনা করবেন এটাও কাম্য নয়। গঠনমূলক সমালোচনা করুন। কিন্তু শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করবেন না। তাহলে আপনি কিন্তু মানুষের কাছে হাস্যস্পদ হয়ে যাবেন।

(প্রথম পাতার পর) শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের চক্রান্তের

থাকতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নওসাদ সিদ্দিকী পর্ষদের দফতরে এসে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। স্মারকলিপিতে আইএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই ১৩ হাজারেরও কিছু বেশি শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকারি ভাবে ঘোষিত হয়েছে ।কিন্তু এমনিতেই ৫০ হাজারের মতো শূন্য পদ রয়েছে ।সুতরাং আরো অন্ততপক্ষে ৩৭ হাজার শূন্য পদ ঘোষণা করতে হবে ।এছাড়া, ২০১২ থেকে গত ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষত পরিকাঠামোর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এইগুলি খোলানোর বিষয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।রাজ্যে বর্তমানে ৪৯ হাজারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ।বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে ।স্মারকলিপিতে উল্লেখিত হয়েছে যে এই রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ২২০০ বিদ্যালয় হয় শিক্ষক শূন্য না হলে গড়ে একজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন ।এখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ।২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে ।এখানে সমাজের দরিদ্র পরিবারের মানুষের সন্তানেরা পড়াশোনা করে। এইগুলি দ্রুত খোলার জন্য পর্ষদের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন নওসাদ ।নওসাদ সিদ্দিকী বলেন,বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেওয়ার এই চক্রান্ত রুখতেই হবে ।পর্ষদ সভাপতি হয়ে ডঃ পাল বলেছিলেন,বছরে দুইবার টেট পরীক্ষা হবে। ৫০ হাজার শূন্য পদ রয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল ? তিনি অভিযোগ করেন, সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে বেসরকারীকরণের পথে যেতে চাইছে রাজ্য সরকার। এটা মেনে নেওয়া যাবে না। অবিলম্বে ৫০ হাজার শূন্য পদ পূরণ করতে হবে। শিক্ষাগত পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে এই দাবি গুলি পূর্ণ করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে ।না হলে খুব শীঘ্রই সরকরের এই অকর্মণ্যতার জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে নারী উন্নয়ন ঃ এক দশকের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

পীযূষ সিংহ রায়

গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে ।শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আর্থিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ এই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধের ক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রভাব ঃ ২০১৩ সালে চালু হওয়া কন্যাশ্রী প্রকল্প ছিল সবচেয়ে রূপান্তরকারী উদ্যোগ ।এই শর্তাধীন নগদ সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েরা স্কুলে থাকলে এবং ১৮ বছর হওয়ার আগে বিয়ে না করলে আর্থিক সহায়তা পায়। এই প্রকল্প বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কন্যাশ্রী শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, উপকারভোগী মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে ।তারা শিক্ষা ও কর্মজীবনের স্বপ্ন পূরণে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নের একটি সফল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও আর্থিক স্বাধীনতা ঃ

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার চালু করেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প,যার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের নারী প্রধানকে মাসিক ভিত্তিতে মৌলিক আয় প্রদান করা হয় ।এই উদ্যোগ নারীর আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।এছাড়াও, অসংখ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) গঠনের মাধ্যমে বিশেষ করে গ্রামীণ নারীরা হস্তশিল্প,খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি উদ্যোগে যুক্ত হয়ে আয় অর্জনের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন ।এই উদ্যোগ নারীদের উদ্যোক্তা ও নেতৃত্বের ভূমিকায় নিয়ে এসেছে। তবে,এতসব প্রচেষ্টার পরেও পশ্চিমবঙ্গে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার (FLFPR) জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। সামাজিক রীতিনীতি, সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং গৃহস্থালির অতিরিক্ত দায়িত্ব নারীদের কর্মজীবনে বাধা সৃষ্টি করছে।

নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ঃ

নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারীবিশেষ পুলিশ স্টেশন এবং মানব পাচারবিরোধী ইউনিট স্থাপন করেছে। কলকাতা ধারাবাহিকভাবে ভারতের অন্যতম নিরাপদ শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে, যা এই প্রচেষ্টার সফলতা নির্দেশ করে ।রাজনৈতিক ক্ষেত্রে,নারীদের ভোটদানের হার অত্যন্ত উচ্চ হলেও আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম ।পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের ফলে স্থানীয় শাসনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।তবে রাজ্য বিধানসভায় নারী বিধায়কের সংখ্যা গত দশকে স্থিতিশীল রয়েছে ।সম্প্রতি জাতীয় পর্যায়ে নারী সংরক্ষণ বিল চালু হওয়ায় আগামী দিনে নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের পথ ঃ

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরেও কিছু কাঠামোগত বাধা রয়ে গেছে ।লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, কর্মসংস্থানে অসম সুযোগ এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ।এই সমস্যাগুলোর সমাধানে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি নীতি,সামাজিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ।গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের নারীর উন্নয়নের যাত্রা আশাব্যঞ্জক এবং কন্যাশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে,কিন্তু আরও পরিবর্তনের প্রয়োজন ।শিক্ষা,অর্থনৈতিক সুযোগ, নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি ঘটিয়ে রাজ্য এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে এগোতে পারে,যেখানে প্রতিটি নারী সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে।

আজও হয় না দুর্গাপুজো!

(প্রথম পাতার পর)

১২৭৬ সালে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর ২৫০ বিঘা জমি দান করেছিলেন ।এখন সে সব সম্পত্তি এদিক ওদিক হয়ে গেছে বলে মন্দিরের সেবাইত সূত্রে জানা গেছে।

যে পাখি তার ডানা দিয়ে সঙ্গীত বাজায়

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নানা বিস্ময়। মানুষ তার চোখ এবং কান দিয়ে প্রকৃতির নানা বিস্ময়গুলি অনুভব করে। এই বিস্ময়গুলির মধ্যে একটি দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার আন্দিজ পর্ব্বতমালার পশ্চিম ঢাল ও উত্তর পশ্চিম ইকুয়েডরের বনের গভীরে বাস করে এক প্রজাতির পাখি ক্লাব-উইংড মানাকিন (Machaeropterus deliciosus)। এই ছোট প্রাণবন্ত পাখি যা তার শব্দ উৎপাদন ক্ষমতাকে একটি কনসার্টে পরিণত করে।

যদিও বেশিরভাগ পাখি সঙ্গীদের আকর্ষণ করা বা এলাকা দখলের জন্য তাদের কণ্ঠস্বর দিয়ে গান গায় । কিন্তু এই অস্বাভাবিক পাখিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে সঙ্গীত তৈরি করে। সেই অর্থে তারা গান গায় না; পরিবর্তে, এটি তার ডানা ব্যবহার করে একটি সঙ্গীত সুর তৈরি করে যা বেশ বিশুদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট। এতটাই যে এটি একটি বাদ্যযন্ত্রে সুরের সাথে তুলনা করলে কম বলা হয়। এই আওয়াজ নিছক কেবল শব্দ নয়; এর ছন্দ ও সুর এটি এতটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে এটিকে একটি সঙ্গীত নোটের সাথে তুলনা করা যায়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এর শরীরে একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে যা এই পাখিটি এই ধরণের শব্দ করতে পারে। এই পাখিটির বিশেষত্ব কী? কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষ ক্লাব-উইংড মানাকিন

প্রচলিত পদ্ধতিতে গান গায় না। বরং এদের এক জোড়া বিশেষ ডানার পালকগুলি একসাথে ঘষে শব্দ তৈরি করে, যা প্রতি সেকেন্ডে আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় ১০০ বার পর্যন্ত হয়। এই অস্বাভাবিক দ্রুত ডানার নড়াচড়া একটি জোরে-পিচে স্বর তৈরি করে যা একটি সঙ্গীতের সুরের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মিলে যায়। মনে হবে যেন পাখিটি তার শরীরকে ধনুক এবং তার হিসাবে ব্যবহার করে তার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। পোকা মাকড় বিশেষ ক ঝিঁঝিঁ পোকারও এইভাবে সঙ্গীত তৈরি করে।

পাখিটি ছোট আকার সত্ত্বেও, পাখির শরীর ভেঙে না গিয়ে এত দ্রুত গতি সহ্য করতে পারে। এক্স-রে ব্যবহার করে, বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে মানাকিনের ডানার হাড়গুলি অস্বাভাবিকভাবে শক্ত এবং ঘন, অন্য কোনও পরিচিত গান গাওয পাখির মতো নয়।

কর্নেলের গবেষণা দলের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই পাখির ডানার হাড়ের সাথে তুলনায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর হাড়ের গঠনের বেশ মিল রয়েছে। "এটিই একমাত্র পরিচিত উদাহরণ যেখানে পাখির ঘন হাড় উড়ার জন্য নয়, বরং শব্দের জন্য তৈরি হয়," গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে এই হাড়গুলি সঙ্গীত তৈরিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পালকের ঘষার ফলে সৃষ্ট তীব্র কম্পন তৈরি করার জন্য এই ঘন হাড়গুলি প্রয়োজনীয়। গবেষকরা আরও জানতে পেরেছেন যে পাখিটি তার অনন্য সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শক্তিশালী উড়ানের ক্ষমতা ত্যাগ করেছে। অনেক দুরে উড়ে যাওয়ার বদলে ক্লাব-উইংড মানাকিন বনে মাটির কাছাকাছি থাকে ।সম্ভাব্য সঙ্গীদের মোহিত করার জন্য তারা ছন্দ ব্যবহার করে ।এটি ঠিক একটি বিনিময়ের মতো যা দেখায় যে প্রেম এবং শব্দের নামে বিবর্তন কতদূর যেতে পারে।

জামালপুরে পুলিশের গাড়িতে হামলার অভিযোগ,গ্রেফতার ১৭

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার বেরুগ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশের গাড়িতে হামলার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জামালপুরের বেরুগ্রামে একটা মারপিটের ঘটনা ঘটে।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামালপুর থানার পুলিশ।একজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় পুলিশ গাড়ির উপর ঢিল পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হয় এবং গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়।এরপর এসডিপিও সদর সাউথের নেতৃত্বে দ্রুত ওই এলাকা জুড়ে একটি অভিযান চালানো হয়।এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ১৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের শুক্রবার আদালতে তোলা হয়।পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলাও দায়ের করেছে।ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

হারিয়ে যাওয়া চল্লিশটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে শনিবার তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল গুড়াপ থানার পুলিশ।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী, সিআই ধনেখালি রাম গোপাল পাল, গুড়াপ থানার ওসি কৌশিক দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম ফেরিওয়ালাকে মারধরের অভিযোগ হরিপালে,গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - জয় শ্রীরাম না বলায় মুসলিম ফেরিওয়ালাকে মারধরের অভিযোগে এক জনকে গ্রেফতার করল হরিপাল থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানার উল ডাঙার বাসিন্দা ফেরিওয়ালা সাবিরুল ইসলাম কাপড়,বিছানার চাদর ইত্যাদি ফেরি করে বেড়াই। বর্তমানে সে ডানকুনির মথুর ডিঙ্গিতে ভাড়ায় থাকে। বুধবার ১৭ সেপ্টেম্বর হরিপালের ইলিপুর মোড়ে জামা কাপড় ফেরি করতে এসেছিলেন।সে সময় ইলিপুরের তাপস মালিক নামে এক যুবক তার কাছে পরিচয়পত্র হিসেবে পাসপোর্ট দেখতে চায় বলে জানা গেছে।ফেরিওয়ালা তা না দেখালে উক্ত যুবক অকারণে তার সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে ও মারধোর করে।সাবিরুলের দাড়ি ধরে টানাটানি করে ও কিছু উস্কানি মূলক কথা বলে বলেও অভিযোগ।এই অকারণ নিপীড়নের ফলে আতঙ্কিত ও আহত ফেরিওয়ালা পাশের গ্রাম অনন্তপুরে গিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়।মুহূর্তে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দেয়।ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিপাল থানার পুলিশ।হরিপাল থানার পুলিশ সময় মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছে জনরোষ প্রশমিত করে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্তকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করে।এই ঘটনায় হরিপাল থানার পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ক্ষআইনের দৃষ্টিতে জাতি-ধর্ম নয়, অপরাধই মুখ্য।কেউ যেন আইন নিজের হাতে না নেয়।সম্প্রীতি বজায় রাখাই আমাদের সবার দায়িত্ব।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ১৩৪ জন দুঃস্থ বাচ্চার হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হল।উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

জমি মাফিয়ারাজ চলবে না,হুঁশিয়ারি সিদ্দিকুল্লার

নিজস্ব সংবাদদাতা - মন্তেশ্বরে জমি মাফিয়ারাজ চলবে না,হুঁশিয়ারি দিলেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।মন্তেশ্বরে জমি মাফিয়ারাজ চলবে না।সেই জমানা শেষ।অত্যাচার অন্যায় করে মারধর করে জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না। সম্প্রতি মন্তেশ্বরের মুরুলিয়ায় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে হাজির হয়ে এমনই ভাবে নিজের বিধানসভা এলাকায় দলের অপর গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।যদিও বস্ত্র বিতরণ শেষে যাওয়ার সময় মন্ত্রীর গাড়িকে লক্ষ্য করে তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ কয়েকজন ক্ষসিদ্দিকুল্লা চৌধুরী দুর হটোক্ষ বলে চিৎকার করতে থাকেন।তাদের

অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বাদ বাদ দিয়ে মন্ত্রী এদিনের এই কর্মসূচি করেন।যদিও এর আগে মন্তেশ্বরে বিডিও অফিসে মন্ত্রী বিডিও এবং বিএমএইচ কে নিয়ে রোগী কল্যাণ সমিতি বৈঠক করলেও পাশের পঞ্চায়েত সমিতির কক্ষে থাকা সহ-সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষরা তার সাথে একবারের জন্য দেখা করলেন না।কার্যত তাকে বয়কট করলেন বলেই জানা গিয়েছে। যদিও এই নিয়ে মুখ খোলেননি কেউই।

পুলিশের নির্দেশকে উপেক্ষা করে রাস্তার পাশেই রাখা হচ্ছে ইট,কাঠ, বাঁশ,গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন - পুলিশের মাইকিং-ই সার ! থোড়াই কেয়ার থানার নির্দেশকে।খানপুর থেকে গুড়াপ যাবার পথে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে রাখা আছে ইট,পাথর,কাঠ,বাঁশ ইত্যাদি।যদিও পথ দুর্ঘটনা রুখতে জনগণকে সচেতন করতে কয়েক দিন আগে গুড়াপ থানার পক্ষ থেকে রাস্তার পাশে বা রাস্তার ওপর ফেলে রাখা ইট, বালি,পাথর,কাঠ, গাড়ি দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন্য গুড়াপ থানা এলাকায় মাইকিং করা হয়।রাস্তার পাশে/ওপরে ফেলে রাখা ইট,বালি, পাথর,কাঠ,গাড়ি দ্রুত সরিয়ে না নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়।কিন্তু এই নির্দেশ মানছে ক'জন।পুলিশের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে দু'একজন রাস্তার পাশে রাখা ইট,কাঠ সরিয়ে নিলেও এখনও অনেক

জায়গাতেই রাস্তার পাশে রাখা আছে ইট,পাথর,কাঠ,বাঁশ ইত্যাদি।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।

জাল দলিল দিয়ে জমি রেকর্ডের চেষ্টা,হাতে নাতে ধরে ফেললেন আরআই !

নিজস্ব সংবাদদাতা - জাল দলিল দিয়ে জমি রেকর্ডের চেষ্টা,হাতে

নাতে ধরে ফেললেন আরআই ! পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক এলাকার ঘটনা।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নং ব্লক ভূমি রাজস্ব অফিস সূত্রে জানা গেছে, পারুলিয়া মৌজায় মৌডাঙ্গা মোড়ের সন্নিকটে ১৫ শতক জমি রেকর্ড করাতে গেলে জাল নথি বা দলিলের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসে।রাজস্ব আধিকারিক পিঠ দলিল দেখে নিশ্চিত হন,সেটি জাল।পূর্বস্থলী থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তদন্তে নেমে পড়েছে পুলিশ।অভিযুক্তের নাম গোবিন্দ সাহা।জানা গেছে, গোবিন্দবাবু জমির জাল নথি নিয়ে পূর্বস্থলী ২ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে রেকর্ড করাতে আসেন।বিষয়টি নজরে আসে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের।তিনি পূর্বস্থলী থানায় গোবিন্দ সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,কালনা কাটোয়া রোডের পাশেই, ওই জমির মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি।সেই জমি দেখিয়েই ১৯৮৪ সাল উল্লেখ করে একটি জাল দলিল তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ।ওই দলিলটি যে নকল উপায়ে তৈরি করা হয়েছে হেয়ারিং এর সময় তা ধরে ফেলেন রাজস্ব আধিকারিক।

AFFIDAVIT

I, Anila Malik W/O - Methar Malik residing at Vill+P.O - Kharua,P.S - Gurap,Dist - Hooghly,do hereby declare vide affidavit no. 2897 dated 11/04/2025 at the 2nd court of 1st Class Judicial Magistrate at Hooghly(Sadar) as follows -1.That my correct and original name is Anila Malik W/O - Methar Malik Which had been recorded in my voter card being no.WB/27/191/258475. 2.That due to inadvertence in my aadhar card being no.824335701828 where my name has been recorded as Anima Malik,W/O - Methar Malik instead of my original name Anila Malik, W/O - Methar Malik. 3.That Anila Malik W/O Methar Malik and Anima Malik W/O Methar Malik both are same lady i.e.myself.

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

এসআইআর বিরোধী গণ কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা - মৌলালি যুবকেন্দ্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল এসআইআর বিরোধী গণ কনভেনশন ।সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের ডাকে এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রধান প্রধান বামপন্থী দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব ।বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশন সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য,সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম,আরএসপি সর্বভারতীয় নেতা মনোজ ভট্টাচার্য,এসইউসিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি প্রমুখ ।পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হতে পারে অক্টোবর মাসে ।কোনো ভোটার যাতে ভোটাধিকার না হারায়,তা নিশ্চিত করতে বামপন্থী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলবে,প্রত্যেক বক্তা এই অঙ্গীকার করেন।

ভেজাল সরষের তেল চক্রের পর্দা ফাঁস করল চন্ডীতলা থানার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবারও বড়সড় সাফল্য পেল চন্ডীতলা থানার পুলিশ ।সরষের তেলের গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল সরষের তেল বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ।চণ্ডীতলা ঘোষপাড়া এলাকায় স্বস্তিক ট্রেডার্স-এ হানা দিয়ে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করল ১১১০ লিটার সন্দেহভাজন ভেজাল সর্ষের তেল, ৩০০ লিটার সর্ষে ও রাইস ব্র্যান তেলের মিশ্রণ, ৭২০ লিটার রাইস ব্র্যান তেল,২৫৫ লিটার খাঁটি সর্ষের তেল, বিদেশি লেবেলযুক্ত ESPOLKO (Germany) বোতল,৫৫০টি খালি টিন, ইলেকট্রনিক ওজন মেশিন, সিলিং মেশিন এবং তঅন্নপূর্ণা ব্র্যান্ডদ নামে ৩০০ ভুয়ো সিলিং ক্যাপ। দোকানের ম্যানেজার এবং এক জন শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।দোকানের মালিকের খোঁজ চলছে ।ধৃতদের নাম অঞ্জনি কুমার দীক্ষিত (৬২ বছর), হাওড়া, ব্রম প্রকাশ শর্মা (৬৬ বছর), চাঁপদানি, হুগলি ।ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু হয়েছে ।ধৃতদের রবিবার ২১ সেপ্টেম্বর আদালতে পেশ করা হয় ।ভেজাল সরষের তেল চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত আছে তা জানতে জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে চন্ডীতলা থানার পুলিশ।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে ৩৩ জন প্রবীণ নাগরিকের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দিল বড়জোড়া থানার পুলিশ ।উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি, বাঁকুড়ার জেলা শাসক সিয়াদ এন,ডেপুটি পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন) উত্তম মিত্র,বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখার্জি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।অনুষ্ঠানের এক বিশেষ অংশ হিসেবে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি পুজা পরিক্রমা বাসও উদ্বোধন করা হয়।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সিঙ্গুর থানার সাইবার ডেস্ক ও সাইবার থানার যৌথ উদ্যোগে ৪৫ টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল ।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) অগ্নিশ্বর চৌধুরী,সিআই (তারকেশ্বর) প্রশান্ত কুমার চ্যাটার্জি, সিঙ্গুর থানার ওসি সুদীপ্ত সাধুখাঁ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে গুড়বাড়ি ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন শাড়ি তুলে দিল গুড়াপ থানার পুলিশ ।উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(হেড কোয়ার্টার)কল্যাণ সরকার,ডিএসপি (ডি এন্ড টি) প্রিয়ব্রত বক্সী, সিআই ধনেখালি রাম গোপাল পাল, গুড়াপ থানার ওসি কৌশিক দত্ত সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধনেখালি সিনেমাতলায় রবিবার বিকেলে দলীয় মুখপাত্র জাগো বাংলা স্টলের উদ্বোধন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,সঙ্গে ছিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

না বার্ধক্য ভাতার টাকা। ক্ষোভে ফুঁসছেন ষাটোর্ধ্ব জেনারেল কাস্ট বয়স্ক ব্যক্তিরা ।তাদের অবস্থা এখন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো !

● আবারও জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন মেহেমুদ খাঁন।

● তৃতীয় বারের জন্য ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন সৌমেন ঘোষ।

● অসীমা পাত্রকে কনভেনার করে বলাগড়ে ৭ জন সদস্যকে নিয়ে ব্লক কমিটি গঠন করল তৃণমূল।

● এখন রাস্তায় নীল বাতি গাড়ির ছড়াছড়ি ।সবাই ভিআইপি হতে চায় ।যিনি যোগ্য নন তিনিও গাড়িতে নীল বাতি লাগিয়ে ঘুরছেন ।কে কাকে ধরবে ? আইন রক্ষকরাই এখন ভাঙছেন আইন,অভিযোগ।

● দলের শিক্ষক সংগঠনের সমস্ত কমিটি ভেঙে দিল তৃণমূল ।পুজোর পর নতুন কমিটি তৈরি করা হবে বলে শাসকদলের পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।

● "ইস্কুল গুলিকে বন্ধ করে বেসরকারি করার যে চক্রান্ত চলছে এটা আমরা হতে দেব না", রাজ্য সরকারকে নিশানা করে হুঁশিয়ারি দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● পুজো তো এসে গেল,কিন্তু এবছর পুজো নিয়ে সেরকম উত্তেজনা নেই ছেলে মেয়েদের মধ্যে ।সবাই যেন কেমন চুপচাপ ।উদাসীন ভাব ।মনে যেন কোনো শান্তি নেই।

● "রাজ্যের সরকারটা চোর,আর কেন্দ্রের সরকারটা ডাকাত। এটা সরকার চলছে না সার্কাস চলছে। অনেক ধমকাবে,চমকাবে,ও নিয়ে ভেঙে পড়লে হবে না। ২০২৬ সালে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে লড়াই করা দরকার" ,মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● খানপুরে মঙ্গলবার রাতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের ।নাম সত্য সরেন (৩৮)। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই মারা যায় বলে জানা গেছে ।এলাকায় শোকের ছায়া।

● রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের আগামী ২ বছরের মধ্যে টেট পাশ করতেই হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। টেট পরীক্ষায় না বসলে বা পাশ করতে না পারলে ছাড়তে হবে চাকরি।

● দু'চারজন যুবক বেপরোয়াভাবে রকেট গতিতে চালাচ্ছেন বাইক। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। রেকলেস ড্রাইভিং আটকাতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক পুলিশ,চাইছেন অনেকেই।

● প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে দেশজুড়ে ফোর জি পরিষেবা চালু করল বিএসএনএল। মৃতপ্রায় সরকারি সংস্থাটি এবার বেঁচে ওঠে কিনা সেটাই এখন দেখার।

● শুধু ফোর জি পরিষেবা চালু করে দায় সারলেই হবে না,বিএসএনএল'কে বাঁচানোর সদিচ্ছা থাকলে স্থায়ী কর্মী নিয়োগও দরকার। অফিসে কর্মী না থাকলে পরিষেবা দেবে কারা ? উঠছে প্রশ্ন।

● শোচনীয় অবস্থা রাজ্যের বেশিরভাগ কন্টাক্টরদের ।তিন বছর পার হয়ে গেল,তবুও বকেয়া টাকা পেল না ।একশো দিনের কাজে মালপত্র সরবরাহ করে এখনও পায় নি টাকা,অভিযোগ।

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতা, চলবে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আপনার মুঠোফোনে আপনার সেলফি তুলে আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

জাল লটারি চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান,গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - জাল লটারি চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল মহম্মদ বাজার থানার পুলিশ ।বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার বিশেষ

অভিযানে শুক্রবার ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় শেওড়া কুড়ি এলাকা থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার নিষিদ্ধ লটারি টিকিট উদ্ধার করল পুলিশ ।জাল লটারি কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে মহম্মদ বাজার থানার পুলিশ।

শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মদিন ।ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,হাতের লেখা প্রতিযোগিতা,আবৃত্তি,গান,নাচ এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী নিয়ে আলোচনা।

(প্রথম পাতার পর)

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল

পুলিশ ।এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।ধৃতরা হল ১. মদন বিশ্বাস (৪০), মুক্তারপুর, বলাগড়,২. রামপ্রসাদ নস্কর(২৩), কুলতলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ৩. মনিরুল গাজী (২৩), জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ম্যানুয়াল এবং টেকনিকাল সোর্স মারফত খবর আসে যে মুক্তারপুর গ্রামে মদন বিশ্বাস নামে এক জনের বাড়িতে বিপুল পরিমানে গাঁজা মজুত আছে ।খবর কনফার্ম হলে ওসি বলাগড় সোমদেব পাত্র তার টিম সাজায় এবং এসআই রোহান মল্লিক এবং এসআই নিতাই ঘোষের নেতৃত্বে দুটি টিম থানা থেকে রওনা দেয়। ইতিমধ্যে সিআই মগরা সৌমেন বিশ্বাস এসে পুরো বিষয়টি পরিচলানা করেন ।অবশেষে পুরো বিষয়টি NDPS Act এর নিয়ম অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় ।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলাগড় থানায় কেস No. 471/25 dated -26/09/25 U/S- 20(b)(ii) (C) NDPS Act 1985 স্টার্ট করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া তিনজনকে শুক্রবার সাত দিনের রিমান্ড প্রেয়ার সহ চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয় ।ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com